দৈনিক ইনকিলাব
DEC 1986 তাং ... 1 ... 7 ...

উপজেলা পরিক্রমা

খেপুপাড়া

খেপুপাড়া (পটুয়াখালী), ৩০ নভেম্বর (সংবাদদাতা)।— বঙ্গোপসাগর বিধৌত পটুয়াখালী জেলার তাণ্ডবলীলার একমাত্র শিকার সাগরকন্যা কলাপাড়া উপজেলা। এ উপজেলাটি খেপুপাড়া নামেই অধিক পরিচিত। বৌদ্ধ কৃষ্টির ঐতিহ্যবাহী কলাউমগ এবং খ্যাপামগের নামনুসারে এর নামকরণ করা হয়। এ উপজেলাকে কলাপাড়া বলা হয়ে থাকে। উত্তর পশ্চিমে (বরগুনা)র আমতলী উপজেলা, পূর্বে গলাচিপা উপজেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ উপজেলার আয়তন ১৯০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১,৪৩,৬১২ জন। মোট জনসংখ্যার ৭৪,২৭১ জন পুরুষ এবং ৬৯,৩৪১ জন মহিলা। ভোটারের সংখ্যা ৭৮,২৮০ জন। পুরুষ ৩৯,৪৯০ জন এবং মহিলা ৩৮,৭৯০ জন। ইউনিয়ন ৮টি। গ্রাম ২৪৪টি। আদর্শ গ্রাম ৮টি। মৌজা ৫৭টি। পরিবার ২৪,০১৬টি ও মোটজমির পরিমাণ ১,২০,৯৬০ একর।

যোগাযোগ

এখান থেকে অন্যান্য জায়গার সাথে যোগাযোগের একমাত্র পথই হলো নৌপথ। জেলা সদর হতে মাত্র ২৬ মাইল দূরে এ উপজেলা। অথচ এ ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করতে ৮ ঘন্টা সময় লেগে যায়। ২দিনে ঢাকায় পৌছতে হয়। এ উপজেলা উন্নয়নের পথে যোগাযোগ ব্যবস্থাই একমাত্র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আছে। উপজেলাবাসীর বহু দিনের দাবী পটুয়াখালী-খেপুপাড়া মহাসড়কটি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এ মহাসড়কটি নির্মিত হয়ে গেলে যাতায়াত ব্যবস্থায় আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

শিক্ষা

এখানে একটি কলেজ, ১৬টি হাইস্কুল, ৪টি জুনিয়র হাইস্কুল, ৩টি সিনিয়র মাদ্রাসা; ৬৩টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ৭৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সেগুলো বিভিন্ন মুখী সমস্যার বেড়াজালে আবর্ত। যার ফলে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠছে না। শিক্ষিতের হার ২৯.৮।

কৃষি

কৃষিই হচ্ছে কলাপাড়া উপজেলাবাসীর জীবিকার প্রধান মাধ্যম। অথচ অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় কীটনাশক, ভাল বীজের অভাবে উৎপাদনের চাহিদা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মোট ১,২১,৬০০ একর জমির মধ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ৭২,৪৪৩ একর। পতিত জমির পরিমাণ ৫২৯ একর। চাষযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ৯২০ একর। রিজার্ভ বনাঞ্চল ৫১৭১ একর। এ উপজেলার অর্থনীতির মূলভিত্তি কৃষি হলেও কৃষি উন্নয়নের জন্য আজও কোন যুগোপযোগী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রধান ফসল ধান ও ডাল।

চিকিৎসা

'উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র' নামে একটি হাসপাতাল থাকলেও এখানে চিকিৎসার কোন সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। সামান্য জটিল রোগের জন্যও ঢাকা-বরিশাল যাওয়া ছাড়া এর কোন বিকল্প নেই।

এছাড়া ১টি পশু চিকিৎসালয় থাকা সত্ত্বেও তা জনসাধারণের তেমন কোন উপকারে আসে না। জরুরী অষুধপত্র না থাকায় অনেক গবাদি পশু প্রাণ হারাচ্ছে। হাঁস-মুরগীর মড়ক অহরহ দেখা যাচ্ছে।

পানি

এ উপজেলার নদ-নদী ও পুকুরের পানি সারা বছরই বলতে গেলে লবণাক্ত থাকে। কেবলমাত্র বর্ষা মওসুমে বৃষ্টির পানির জন্য কিছুটা মিষ্টি পানি পাওয়া যায়। এখানে খাবার পানির প্রকট সমস্যা। একমাত্র বিশুদ্ধ পানির অভাবেই প্রতিবছর বহুলোক ডায়রিয়ায় মৃত্যুবরণ করে। প্রয়োজনের তুলনায় এখানকার ২৭৩টি হস্তচালিত নলকূপ খুবই অপর্যাপ্ত। তাছাড়া এ নলকূপগুলো প্রায়ই নষ্ট থাকে। ফলে, গ্রামাঞ্চলের জনগণ বিশুদ্ধ পানি হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

বিদ্যুৎ

দিনের বেলায় মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ থাকলেও সন্ধ্যার সময় থেকে অধিক রাত পর্যন্ত বিদ্যুৎ না থাকাটাই এ উপজেলার নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। নিয়মিত লোডশেডিং-এর জন্য কল-কারখানার উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়াও বিঘ্নিত হচ্ছে।

হাটবাজার

এ উপজেলায় হাটবাজারের সংখ্যা ১৩টি। এর মধ্যে মহিপুর হাট, হাফেজপেদার হাট, লালুয়ার হাট, ডাবলুগঞ্জের হাট, লক্ষ্মীর হাট, এবং নমর হাট উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উপজেলা সদরের সাথে এ সমস্ত হাটগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই খারাপ। হাট-বাজারগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর অভাবে দোকানদার ও ক্রেতাদের ভোগান্তির চরম পর্যায়ে পৌছতে হয়। এমনকি অধিকাংশ হাট-বাজারেই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য শৌচাগার পর্যন্ত নেই।

শিল্প কারখানা

অবহেলিত এ জনপদে সমবায় ভিত্তিক গড়ে ওঠা কালের ঐতিহ্য নিয়ে এশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত রাইস মিল ও ম্যাচ ফ্যাক্টরী আজ বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যাংক ঋণে বড় ধরনের শিল্প-কারখানা এখনও গড়ে উঠেনি। অথচ ব্যক্তিগত উদ্যোগে শামিমা সেমি-অটো রাইস মিল, ২টি "স" মিল, বহু ছোট ছোট রাইস মিল, লেদ মেশিন, বরফ কল এমনি কিছুসংখ্যক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে।

মৎস্য

বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদকে কেন্দ্র করে এখানে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের একটি প্রকল্প। এর মাধ্যমে ট্রলার কিস্তিতে বিক্রি, ভাড়া খাটানো এবং সামুদ্রিক মাছ বাজারজাত করা হয়। যার ফলে, বিএফডিসি'র উদ্যোগে একটি আধুনিক বরফ কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই এখনে একটি মৎস্য বন্দর স্থাপন করলে মৎস্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তাছাড়া এখানকার নদীর পানি লবণাক্ত হওয়াতে গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য কিছুসংখ্যক প্রকল্প তৈরী হয়েছে।